যুগান্তর

তারিখ 15 MAY 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন-১

সরকারি পাঠ্যবইতে জামায়াতি আদর্শ

উবায়দুল্লাহ বাদল

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অধিকাংশ বইতে স্থান পেয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর নীতি ও আদর্শ। ইসলামের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে জামায়াত-শিবির যেসব কৌশল অনুসরণ করছে, সেগুলোই সরকারি পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবর্তন করা হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা।

মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি (প্রাথমিক) থেকে শুরু করে কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যন্ত সব স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও নোট-গাইডে সুকৌশলে জামায়াতের দর্শন- মওদুদীবাদ ও তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। এমনকি এসব বই প্রকাশ করেছে জামায়াত-শিবিরের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা ১০টি প্রতিষ্ঠান।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা কমিটির প্রতিবেদন থেকে পাওয়া গেছে এসব তথ্য। আলিয়া মাদ্রাসার অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক ও গাইড বই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রণয়ন করা হয়েছে এ প্রতিবেদন। বিশেষজ্ঞ আলেম, মুফতি, মুফাসসির ও মুহাদ্দিস সমন্বয়ে গঠিত ২১ সদস্যের কমিটি ব্যাপক পর্যালোচনার পর প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। জামায়াতি ও মওদুদী দর্শনযুক্ত বই অবিলম্বে বাজার থেকে প্রত্যাহারসহ সাত দফা সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

এছাড়া মাদ্রাসার বইতে দেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাসকে উপেক্ষা করা, 'জাতির পিতা' শব্দ ব্যবহার না করা এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বদলে জামায়াতি দর্শন শেখানো হচ্ছে বলে কমিটির পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হয়। ২১ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি সোমবার সরকারের 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার কমিটি'র কাছে হস্তান্তর করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

জানতে চাইলে ইসলামিক আদর্শ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

আদর্শ : জামায়াতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সামীম মোহাম্মদ আফজাল মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, এ প্রতিবেদনই প্রমাণ করবে কিভাবে শিক্ষার নামে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জামায়াতি ও মওদুদী দর্শন পড়ানো হচ্ছে। এ প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হলে দেশ ও জাতি জঙ্গিবাদ থেকে রেহাই পাবে।

প্রতিবেদন পাওয়ার বিষয় নিশ্চিত করে 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি'র সদস্য সচিব ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমদ যুগান্তরকে বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন পেয়েছি। কমিটির আগামী বৈঠকে তা উত্থাপন করা হবে। তাদের সুপারিশ পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে কমিটি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পর্যালোচনা কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবির সহযোগিতায় মাদ্রাসা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রচিত ও প্রকাশিত হয়। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এনসিটিবি বইয়ের যাচাই-বাছাই বা মনিটরিং করতে একটি কমিটি কাজ করলেও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো কমিটি নেই। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড শুধু আলিম (একাদশ) শ্রেণীর বইয়ের সিলেবাস প্রণয়ন করে থাকে। কিন্তু বোর্ড নিজেরা কোনো বই প্রকাশ করে না। তবে অধিকাংশ বইয়ে লেখা থাকে 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত' অথবা 'মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সর্বশেষ সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত'। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নামে এসব বই বাজারজাত করা হলেও সিলেবাস প্রণয়ন ও বই প্রকাশের অনুমোদন সংক্রান্ত কোনো তদারকি নেই তাদের।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মাদ্রাসার প্রথম থেকে কামিল শ্রেণী পর্যন্ত সব পাঠ্যপুস্তকের প্রচুর নোট ও গাইড বই বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করে থাকে। সেসব নোট-গাইডে সিলেবাসের বাইরে জামায়াত-শিবিরের মতাদর্শ সুকৌশলে তুলে ধরা হয়। কোরআন-হাদিসের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বাংলা অনুবাদ দেয়া হলেও কোনো রেফারেন্স বইয়ে উল্লেখ করা হয় না। এসব অনুবাদের ক্ষেত্রেও দলটির নীতি ও আদর্শ তুলে ধরা হয়।

এসব বই ও গাইড যেসব প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে, সেগুলো জামায়াতে ইসলামীর ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা। ইসলামী ব্যাংক ও জামায়াতের আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠা এমন ১০ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে কমিটি। এগুলো হচ্ছে— আল-ফাতাহ পাবলিকেশন্স, আল-বারাকা প্রকাশনী, পাঞ্জেরী প্রকাশনী, কামিয়াব প্রকাশনী, আল মদিনা প্রকাশনী, মিল্লাত প্রকাশনী, ইমতেহান প্রকাশনী, ইসলামিয়া কুতুবখানা, মাদ্রাসা লাইব্রেরি ও আল-আরাফা প্রকাশনী।

মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে দেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাসকে উপেক্ষা করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, বোর্ডের অনুমোদিত ও এনসিটিবি প্রকাশিত মাদ্রাসার তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজপাঠ বইয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, দেশ পরিচিতি, ধর্মীয় জীবন, জীবন সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ে কৌশলে পরিহার করা হয়েছে। সিলেবাস এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যাতে বাংলাদেশ অধ্যায় স্থান না পায়। এছাড়া এসব বইয়ে বাংলাদেশের স্থপতি 'জাতির জনক শেখ মুজিবুর [illegible] মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, জাতীয় পতাকা, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধকে পরিহার করা হয়েছে।

মাদ্রাসার পাঠ্যবইতে প্রচুর তথ্যগত ভুল ও অসংগতি রয়েছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, ধর্মীয় ও পারিভাষিক বানানের ক্ষেত্রে কোথাও সমতা রক্ষা করা হয়নি। পাঠ্যপুস্তক রচনায় যাদের নাম রয়েছে তারা অনেকেই লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত নন। এমনকি আলেম হিসেবেও তাদের অনেকের পরিচিতি নেই। পাশাপাশি তৃতীয় থেকে উচ্চতর শ্রেণী পর্যন্ত বয়সস্তর অনুযায়ী কোন শ্রেণীতে কি ধরনের পাঠ ও বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন তাও বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

সুপারিশ : মাদ্রাসার পাঠ্যবই জরুরি ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশোধন করতে সাত দফা সুপারিশ করেছে পর্যালোচনা কমিটি। সুপারিশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— ১. যেসব পুস্তকে জামায়াতি আদর্শ ও মওদুদী দর্শন তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো অবিলম্বে বাজার থেকে প্রত্যাহার করা। যারা এসব কাজের সঙ্গে জড়িত তাদের ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন। কারণ ইসলামের নাম ব্যবহার করে কোন রাজনৈতিক দলের আদর্শ প্রচার জাতীয় চিন্তা-চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। ২. বাজারে প্রচলিত পাঠ্য সহায়ক পুস্তকগুলোও পর্যালোচনা করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে পর্যালোচনা করা। ৩. মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে এনসিটিবির ন্যায় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কারিকুলাম প্রণয়ন কমিটি, লেখক নির্বাচন কমিটি, সম্পাদক নির্বাচন কমিটি ও পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা কমিটি থাকা প্রয়োজন। কোরআন-সুন্নাহর আলোকে আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ তৈরি করতে হলে এসব কমিটিতে বিশেষজ্ঞ আলেম, ওলামা, মুফতি, মুহাদ্দিস ও মুফাচ্ছিরদের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি লেখক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে, যাতে পাঠ্যপুস্তকে কেউ উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজেদের হীন দলীয় স্বার্থ হাসিল করতে না পারে। ৪. মাদ্রাসার উচ্চ শ্রেণীর বইও সরকারিভাবে প্রণয়ন ও বিতরণের ব্যবস্থা করা। আলিম থেকে কামিল পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র সাড়ে তিন লাখ। তাদের বিনামূল্যে বই দিলে সরকারের যে আর্থিক ব্যয় হবে, তার চেয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণ অনেক বেশি হবে।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, এটি জটিল সমস্যা। একদিনেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। যারা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাদের দিয়ে কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যেতে পারে। পাঠ্যবই ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করার পাশাপাশি কমিটিকে মাদ্রাসার সার্বিক বিষয় মনিটরিং করার ক্ষমতাও দেয়া যেতে পারে। ওই কমিটি পাঠ্যপুস্তকে ইসলামের মানবিকতা, সহনশীলতা, জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয় ও উদার নৈতিক চিন্তার বিষয়গুলোসহ আধুনিক বিজ্ঞানও প্রযুক্তির বিষয় তুলে ধরবে। দলবাজ লোক দিয়ে এ জটিলতা দূর করা সম্ভব নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতা ড. অধ্যাপক আখতারুজ্জামান এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই চলছে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। হঠাৎ করেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। এতদিন কেউ বিষয়টির প্রতি নজর দেয়নি, এবার তা সরকারের নজরে এসেছে। সুতরাং দেরি না করে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে [illegible]